গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

# বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই, ২০২২ - ৩০ জুন, ২০২৩

# সূচিপত্র


| বিষয় | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|
| কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র | |
| প্রস্তাবনা | |
| সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র এবং কার্যাবলি | |
| সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব | |
| সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা | |
| সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ | |
| সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক | |
| সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ | |
| সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | |
| সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | |
| সংযোজনী ৬: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | |
| সংযোজনী ৭: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | |
| সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২২-২০২৩ | |

## কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

## সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

### সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন একটি সংস্থা। নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে ১৯৩৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৪ সালে এর সাথে যুক্ত করা হয় স্যানিটেশন সেবা প্রদানের দায়িত্ব। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরে সরকার প্রথমেই ধ্বংস প্রাপ্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পদ্ধতি গুলো পুর্নবাসনে গুরুত্ব আরোপ এবং তৎপরবর্তীতে নতুন অবকাঠামো স্থাপন শুরু করে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর। বর্তমানকালে ওয়াসার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত সমগ্রদেশের নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অধিদপ্তরের উপর ন্যস্ত। পিরোজপুর জেলায় পল্লী ও পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন কার্যক্রম নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় এবং উপজেলা সহকারী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। বিগত ০৩ (তিন) অর্থ বছরে পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ১৫২৬৫ টি পানির উৎস (গভীর নলকূপ ৪৯০৫ টি এবং রেইনওয়াটার হাভেস্টার ১০৩৬০ টি) স্থাপন, রিভাস অসমোসিস প্লান্ট নির্মাণ ৪৪ টি, ১০৩ টি পুকুর খনন/ পুনঃখনন, ৩৯ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, ৫ টি পাবলিক টয়লেট নির্মাণ, ১৭৫৮ টি স্বল্পব্যয়ের ল্যাট্রিন নির্মাণ এবং পৌর এলাকায় ০২ টি উৎপাদক নলকূপ ও ১৪ কিঃ মিঃ পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে ।

### সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পিরোজপুর জেলার পানি  সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো এই এলাকাটি বলেশ্বর, কচা এবং সন্ধা নদী বেষ্টিত এবং কোস্টাল এরিয়ায় অবস্থিত। অত্র জেলার অধিকাংশ উপজেলা নদী, খাল বেষ্টিত এবং দূর্গম । সমুদ্র ও নদী এলাকার মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব থাকায় তারা স্যানিটেশনের বিষয়ে খুবই অসর্তক। তাছাড়া বর্তমানে প্রচলিত পাচঁ রিং বিশিষ্ট টয়লেট এখানে টেকসই নয়, সমুদ্র ও নদীর পানি বৃদ্ধি পেলেই তা অচল হয়ে পড়ে। এ জেলা সমুদ্র ও নদী বেষ্টিত হওয়ায় বেরিবাধ ভেঙ্গে এখানে হঠাৎ বন্যাতে (Flash Flood) আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত জনগণের জন্য জরূরী পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার করার জন্য পর্যাপ্ত জরূরী তহবিল বরাদ্ধ পাওয়া যায় না। এছাড়া জেলার অধিকাংশ এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি লবনাক্ত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় নিরাপদ খাবার পানি তীব্র সংকট বিদ্যমান। পিরোজপুর জেলার বৃহৎ অংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস থাকায় তাদের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য প্রয়োজন পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক পৃথক বাজেট বরাদ্দ। এখানে বিদ্যমান পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সারা বছর কার্যকারিতা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ । শুষ্ক মৌসুমে পানির স্থিতিতল আস্তে আস্তে নিচে যাচ্ছে। এছাড়াও পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা অপ্রতুল জনবল ।

### ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

পিরোজপুর জেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খনন অথবা পুকুর পুনঃখননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, জেলার প্রতিটি  ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার  সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

### ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস (গভীর নলকূপ) স্থাপন - ১৩০০ টি।
- পল্লী এলাকায় বিভিন্ন ধরণের পানির উৎস (রেইনওয়াটার হাভেস্টার) স্থাপন - ১০০০ টি।
- রিভাস অসমোসিস প্লান্ট নির্মাণ - ১০ টি।
- পুকুর খনন/পুনঃ খনন - ০৫ টি।
- পল্লী এলাকায় টুইন-পিট ল্যাট্রিন নির্মাণ ৫০০ টি।
- পাবলিক টয়লেট নির্মাণ - ০২ টি।
- কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ - ০৪ টি।
- পানির গুণগত মান নিশ্চিতকরণ - ২৪০০ টি পানির উৎসের।
- পল্লী/পৌর এলাকার পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য ল্যাবরেটরী নির্মাণ - ১টি

# প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, পিরোজপুর জেলা

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২২ সালের জুন মাসের ২৩ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: